দৈনিক খবর

তারিখ ... 21 JUN 1990
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ ...

'সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাই সামাজিক আন্দোলন'

টেকনাফ, ১৮ই জুন (তথ্য বিবরণী)।- প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেন, সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাই ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন। সমাজের সকল মানুষকে এই আন্দোলনে শরীক হতে হবে। তিনি গতকাল বিকেলে স্থানীয় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক গণযোগাযোগ কর্মসূচী উদ্বোধন করছিলেন। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি দেশব্যাপী পরিচালনার জন্য ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত ছ'মাসব্যাপী এই কর্মসূচী হাতে নেয়।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, শিক্ষা ছাড়া জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। তাই সরকার চায় প্রতিটি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আলোর রাজ্যে নিয়ে আসতে। এ কাজ অত্যন্ত দুরূহ এবং রাতারাতি তা সম্ভবও নয়। তবে যতই দুরূহ হোক এ কাজে ব্যর্থতার অবকাশ নেই। তিনি বলেন, দলমত নির্বিশেষে সবাইকে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রপতি এরশাদই প্রথম রাষ্ট্রপতি, যিনি উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষা একাই অনেক সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। তার ঐকান্তিক আগ্রহ ও ধারণার আলোকে জাতীয় সংসদে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস করে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোগ করা হয়। ১৯৯১ সালের প্রথম দিনটি থেকে এই আইনের কার্যকারিতা শুরু হবে।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার সূচনা দিবস হিসেবে ১৭ই জুন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি বলেন, দেশের সর্বদক্ষিণপ্রান্ত টেকনাফের মত প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এই আন্দোলনের সূচনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সরকার ক্রমে দেশের সর্বত্র এই ডাক পৌঁছে দিতে চায়। তাছাড়া এমন কোন এলাকা থেকে এ আন্দোলনের ডাক দেয়া যৌক্তিক ও তাৎপর্যপূর্ণ, শিক্ষিতের হার যেখানে সর্বনিম্ন।

উপজেলাগুলোর মধ্যে শিক্ষিতের হার এখন টেকনাফেই সর্বনিম্ন- মাত্র সাত শতাংশ। সরকার চায় একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে নিরক্ষরতা দূর করার কর্মসূচী শুরু করতে। তিনি বলেন, এই মহান আন্দোলনের সূচনাস্থল টেকনাফে একটি স্মারক স্মৃতিসৌধ নির্মাণের মাধ্যমে ১৭ই জুনকে অবিস্মরণীয় করে রাখা হবে।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, শিক্ষা এখন আমাদের অস্তিত্বের জন্যই জরুরী। শিক্ষা ব্যতীত ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকায় সোয়া এগার কোটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান যোগানো জগতের কোন মতবাদের পক্ষেই সম্ভব নয়। তিনি বলেন, জনসংখ্যার বলগাহীন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে রাষ্ট্রপতি এরশাদের নেতৃত্বে দেশ যে প্রথমবারের মত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে যাচ্ছে তার সুফলও জনগণ পাবে না। তাই আমাদের একদিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, অন্যদিকে বর্তমান জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে।

এ কাজের জন্য জাপান ও চীনের মত উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, হঠাৎ করে বিপুল ব্যয়ে স্কুল নির্মাণে বা অবকাঠামোগত উন্নয়নে অর্থ ব্যয়ের চেয়ে আমাদের উচিত হবে বর্তমান সুযোগ সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহার করা। পুরনো ধাঁচের মনে করে যে শিক্ষা পদ্ধতিকে আমরা প্রায় ছেড়ে এসেছি, তাকেই আবার গৌরবের আসনে পুনর্বাসিত করতে হবে। আবার আমাদেরকে বাল্যশিক্ষা ও ধারাপাতের দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে হবে।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, বড় ইমারত নয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উন্নয়নই শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য জরুরী। তাই সরকার শিক্ষাকে ইট-কাঠ ও সিমেন্টের কাঠামো থেকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পদ্ধতি ও অবকাঠামোর দিক থেকে যেখানে আমাদের বর্তমান অবস্থান সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করতে হবে। কারণ সর্বদিক থেকে প্রস্তুত হতে আমাদের যে সময় লাগবে, পৃথিবী ততদিনে আরও এগিয়ে যাবে। ইতিহাসের অগ্রযাত্রার সাথে আমাদেরও তাল মিলিয়ে চলতে হবে।